2 Sem (H/G)

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ

উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে ফিরে এলে পিতা তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অভিষেকের পূর্বে চন্দ্রাপীড় সচিব শ্রেষ্ঠ শুকনাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে শুকনাস বিনীত চন্দ্রাপীড়কে অধিক বিনীত করবার ইচ্ছায় উপদেশ দিয়েছিলেন।

যৌবনের ভয়ালরূপ মানবমনে এমন গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি করে যে অন্ধকার সূর্যালোকে অথবা মণিপ্রভায় বিনষ্ট হয়না। তাই শুকনাস বলেছেন - 'অভিনবত্বং তথা যৌবনত্বম্'; ও নূতন যৌবন, অনুপম সৌন্দর্য, অমানুষী শক্তি ও জন্মের পরই যে প্রভুত্ব - প্রত্যেকটিই অনর্থকর। এ সবগুলির সম্মিলন ঘটলে তো তার কথাই না — যৌবনের সঙ্গে যদি বিশাল ধনসম্পত্তির সংযোগ ঘটে তবে ঐ ঐশ্বর্যের মোহে মানুষ এমনই অন্ধ হয়ে যায় যে কোন উপদেশই তার

~~উপশমনায়~~ উপশমনায় হয় না — 'অপরিণামো
পশমো দারুণো লক্ষ্মীমদঃ।'

যৌবনারম্ভে কামক্রোধাদিদুষ্ট চিত্তে ভোগ্যবস্তুসমূহ অত্যন্ত মধুর বলে মনে হয়। তাই এগুলো মানুষকে কুপথে চালিত করে। এ সময় গুরুর উপদেশ অসদ্‌বৃত্তির কারণে পীড়া সৃষ্টি করে। বুদ্ধি বা বিদ্যা দুষ্প্রবৃত্তিকে রোধ করতে পারে না, জ্ঞানেও বাড়বানল জ্বলে ওঠে। কেবল সদ্‌গুরুর উপদেশেই মানুষ জরাহীন বার্ধক্য, জলহীন স্নান, উদ্বেগহীন সতর্কতা লাভ করতে পারে। তুমি এখনও তেমন বিষয়ের রস আস্বাদন করনাই, তাই তোমার উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত কাল — 'অয়মেব ~~চানাস্বি~~ চানাস্বাদিতস্য ~~বিষয়রসস্য~~ বিষয়রসস্য তে কাল উপদেশস্য'।

যৌবন সম্পর্কে এরূপ বলার পর, বিচক্ষণ মন্ত্রী শুকনাস রাজলক্ষ্মী অর্থাৎ রাজার প্রভূত ধনসম্পত্তির কথা চন্দ্রকে কথাটি তুলে ধরেছেন। সে রাজা যশোগানকামী, রাজলক্ষ্মীর কুৎসিত-রীতিনীতির প্রতিই তাঁর সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করার উচিত। লক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলস্বভাবা, বহুযত্নে একে লাভ করতে হয় আর বহুকষ্টে পালন করতে হয়। কুলশীল, রূপ, বিদ্যা, ত্যাগ, ধর্ম, বিশেষজ্ঞতা, কুলমর্যাদা, আচার, সত্য, সুলক্ষণ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য ~~করে~~ করেন না। এমন লোক নিতান্তই বিরল যিনি এই নীচস্বভাবা লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে পরে প্রতারিত হননা। (তরঙ্গবুদ্বুদচঞ্চলা ... পাতালগুহেব তমোবহুলা ... দুষ্টপিশাচীব দর্শিতানেকপুরুষোচ্ছ্রায়া স্বল্পসত্ত্বমুন্মত্তীকরোতি।

এই দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কৃপা কটাক্ষ লাভ করে রাজাদের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। ও তাঁরা সকল অবিনয়ের পাত্র হয়ে ওঠেন। কেউ সম্পদের মোহে বিহ্বল হয়ে যান। কেউ ঐশ্বর্যে উচ্ছন্নে যেতে পারেন,

PAGE-4

কেউবা আঙ্গুর ভার বইতে পারেন না, পাখির মত চলাফেরা করেন, কখন বলাতেও যেন কষ্ট বোধ করেন, সম্মুখের বন্ধুজনকেও দেখতে পারেন না। মন্ত্রতন্ত্র পাঠেও তাঁদের চৈতন্য লাভ করানো যায় না। তাঁরা যে অধঃপাতিত তা নিজেরাও বুঝতে পারেন না।

এভাবে রাজলক্ষ্মীর স্বভাব বর্ণনা করার পর মহামন্ত্রী শুকনাস প্রতারক ভণ্ড চাটুকার ধূর্তদের দ্বারা রাজা কিভাবে প্রতারিত হন এবং ঐ সকল স্বার্থান্বেষী ধূর্তেরা রাজন্যবর্গের দোষসমূহকে গুণ বলে প্রমাণিত করে কিভাবে তাঁদের বঞ্চনা করে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছেন চন্দ্রাপীড়কে। দ্যূত-ক্রীড়াদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মসমূহের দোষকে গুণরূপে প্রতিপাদন করতে তারা বলেন যে দ্যূতক্রীড়াই প্রকৃতপক্ষে আমোদ প্রমোদ, মদ্যপান হল বিলাস, প্রমত্ততা বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতাই প্রভুত্ব, চপলতাই উৎসাহ ইত্যাদি এমন চাটুকার বাক্য শুনতে শুনতে রাজারাও সেই সব কথাকে বিশ্বাস করেন। এই সব স্তুতিবাদ

শুনতে শুনতে রাজন্যবর্গ নিজেদের দেবতারূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যান। মনে করেন যেন তাদের হাত দুখানির মধ্যে অন্য দুখানি হাত লুকানো আছে, যেন তাঁদের কপালেও তৃতীয় নয়ন। সুতরাং তাঁরাই স্রষ্টা বরদান, তাঁরাই সর্বার্থ শক্তিমানে এরূপ মিথ্যা মাহাত্ম্যের ভারে গর্বিত হয়ে তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন না, গুরুজনদের সম্মান করেন না। বিদ্বানদের ~~সম্মান~~ উপহাস করেন। বৃদ্ধের বচনকে স্থবিরের প্রলাপ বলে উপেক্ষা করেন, মন্ত্রীদের পরামর্শে দোষ আবিষ্কার করেন। প্রতারকে স্তাবকদের কাছে বসেন, তাদের কথা শোনেন, তাদের সম্মান করেন।

সুতরাং এরূপ জটিল রাজতন্ত্রে এবং মোহময় ~~জীবনে~~ যৌবনে চন্দ্রাপীড়ের খুবই সংযত ও সতর্ক হয়ে চলা উচিত। যাতে সজ্জনদের নিকট অবাঞ্ছনীয় ও বন্ধুজনের নিকট হাস্যাস্পদ হতে না হয়। সেবকেরা যেন ইচ্ছামতো সুখভোগ না করে, লক্ষ্মী যেন বিড়ম্বনা না করেন, বিষয়সুখ যেন সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানকে হরণ করতে না পারে।

PAGE-6 চন্দ্রনাথের বীর, তারানাথ ও বহু মানুষ তাঁকে অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছেন, তবুও স্বদেশবাসী তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে নানা সম্মানপত্রিকা পড়িলেন। যেহেতু উদারচেতার পাত্র যেমন দুর্লভ, গুণবানের সম্মানও তেমনি শোচনীয়। তাই তিনি বার বার বলেছেন - যে কি গুণবান, কি শীলবান, কি ধনবান সকলেরই উনি: ভারতবর্ষের [illegible] এই দুর্বিনীতার লক্ষ্মী,